'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা
মার্চ,২০২০

(বিদ্যাসাগর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

(বিশেষ সহযোগী সম্পাদক)
ড. নরেন্দ্রনাথ রায়

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে. কে. প্রকাশন

'Ebong Mahua'--UGC - CARE Approved listed Journal.
Journal Serial No.-96 (Indian Languages out of 114), Bengali, Faculty of
Arts journal Serial No.--32

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with
Peer-Review Journal
22th Year, 118 Volume
March, 2020
Published By
K. K. Prakashan
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
DTP and Printed By
K.K.Prakashan
Cover Designed By
Kohinoorkanti Bera
Special Editorial Co-ordinator
Dr.Narendranath Roy
Amit Kumar Maity

Communication :
Dr. Madanmohan Bera, Editor.
Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.
Mob.-9153177653
Email- madanmohanbera51@gmail.com /

সম্পাদকীয়

বাঙালীর বাঙালিয়ানা, বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বাংলার সাহিত্য, বাংলার শিল্প কলা সারা বিশ্বে একটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এই সব নানা কারণে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আজ বাঙালী বিশেষভাবে পরিচিত,বাঙালীকে সবাই চেনে জানে, সমাদরও করে। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য সারা বিশ্বে বহু সমাদৃত। বস্তুত বাঙালির এই সার্বিক উৎকর্ষতা, গর্ববোধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বে কয়েকজন মনীষীর আজীবন অনবদ্য কর্মকৃতির সমষ্টি প্রকাশে। তাঁদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ঋষি অরবিন্দ,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়,আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ। সব নাম একইসঙ্গে উল্লেখ করার পরিসর পাওয়া যায় না।

দ্বিশতবর্ষ আবির্ভাবকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মনীষীর কর্মকৃতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। প্রাতঃস্মরণীয় এই মনীষীর প্রসঙ্গ যখনই উদ্ভাসিত হয় তখনই বাঙালি মাত্র নতশিরে মহামানবকে স্মরণ করে, গর্ব অনুভব করে, এ বঙ্গে জন্মলাভ করে নিজেকে সার্থক ও ধন্য মনে করে।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের মাসিক পত্রিকা হিসাবে আমাদের 'এবং মহুয়া' দ্বিশতবর্ষ আবির্ভাব কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে ব্রতী হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন সংখ্যার বেশ কিছু অংশ কোচবিহারের বানেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্রে পঠিত হয়েছে। উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ *IQAC* সদস্যদের কাছে তাই প্রকাশনা সংস্থা কৃতজ্ঞচিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাঁদের সহযোগিতা অভাবনীয়, ধন্যবাধার্হ্য।

মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপনের পাশাপাশি প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সবাই বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছে।

মেদিনীপুর
মার্চ, ২০২০

ড. মদনমোহন বেরা
সম্পাদক

(জ্ঞাতার্থে-পত্রিকায় প্রকাশিত সমূহ বিষয় স্রষ্টার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রসূত। এর কোন অংশের জন্য প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কেউই দায়বদ্ধ নয়। লেখা প্রকাশের নিয়মাবলী অনুসৃত

HONOURABLE EDITOR

Dr.Madanmohan Bera, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.

BOARD OF EDITORIAL ADVISORS

Dr.Taraknath Rudra, Eminent Bengali Writer, Midnapore.W.B.
Dr.Jaygopal Mandal, Prof.Dpt.of Bengali, B.B.M.K.U, Dhanbad, Jharkhand.
Mr.Anuttyam Bhattacharya, Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B
Dr.Tarapada Bera,Prof.Tamluk College,W.B.
Dr.Manoj Mandal,Prof. Khidirpur College,Kalkata,W.B.
Dr.Narendranath Roy,Eminent Bengal Writer,Prof. B.S.College, W.B.
Dr.Samir Prasad, EminentBengali Writer,Kharagpur,W.B.
Mrs.Payel DasBera,Eminent Essayist and Writer, Midnapore.W.B

HONOURABLE ADVISORS

Dr.Sd. Ajijul Haque, Professor, Dhaka University, Bangladesh.
Dr.Anik Mahmud, Professor, Rajsahi University, Bangladesh.
Md.Enamul Haque,Professor,Dhaka University,Bangladesh
Dr.Bela Das, Professor, Asam University,Shilchar, Assam.
Dr.Snehalata Das, Professor, BhagalpurUniversity, Bihar.
Dr. Mamata Das Sharma, Professor, Patna University, Bihar.
Dr.Prakash Maity, Professor, Banaras Hindu University, U.P.
Dr.Nirmal Das, Professor,Tripura University, Tripura.
Dr.Shubhra Chatterjee, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Ratna Roy, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Anirban Sahoo, Professor, Dr.S.P. Mukherjee University, Jharkhand.
Dr.Lili Ghosh, Professor, Jamsedpur Womens' University, Jharkhand.
Dr.Subrata Kumar Pal, Professor, Ranchi University, Jharkhand.
Dr.Dayamoya Mondal, Professor, S-K-B University, Purulia,W.B.
Dr.Baniranjan Dey, Professor,Vidyasagar University, W.B..
Dr.Sudip Basu, Professor, Biswabharati, W.B..
Dr.Mir Rejaul Karim, Professor, Alia University, W.B..
Dr.Tarun Kr.Pradhan, Professor, Rabindra Bharati University, W.B.
Dr.Sarojkumar Pan,Professor,VidyasagarUniversity.W.B.
Dr.Krisnendu Datta. Professor. Sikim University, Gangtok, Sikim.

সূ চী প ত্র

১.জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর
:: সুজিত দেবনাথ.....৯
২.স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
:: সুতীর্থা সরকার.....১৯
৩.বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
:: প্রদীপকুমার পাত্র.....২৬
৪.ঊনবিংশ শতকে ভারতের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে
বিদ্যাসাগরের প্রভাব : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
:: মাধবচন্দ্র অধিকারী.....৩৪
৫.নারী শিক্ষার বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান
:: বহ্নিশিখা রায় প্রধান.....৪৬
৬.বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত : জীবনের নানাকথা
:: জয় দাস.....৫০
৭.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন ও অন্ত্যজ শ্রেণি :
একটি আলোচনা
:: অসিত কান্তি সরকার.....৫৮
৮.ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এবং বাংলা ভাষা পাঠ
:: গৌতম সরকার.....৬৩
৯.'বর্ণপরিচয়' : সেকাল ও একাল
:: বিপাশা চৌধুরী.....৬৯
১০.বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ও তাঁর সামাজিক আন্দোলন
:: প্রণব কুমার ভট্টাচার্য.....৭৪
১১.মহাকাব্যের পরাজিত নায়ক বিদ্যাসাগর : একটি অনুসন্ধান
:: বিকি দাস.....৮৬
১২.বাল্যবিবাহ ও তৎকালীন সমাজ : একটি আলোচনা
:: অনিন্দিতা কর্মকার.....৯২
১৩.শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যভাবনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
:: রিংকি মহাপাত্র.....৯৭
১৪.ব্রাহ্মনিজম : সমাজ-সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর

বাংলাভাষা শিক্ষার পাশাপাশি যে সহজ ও সরল নীতিমালামূলক পাঠ দেওয়া আছে তাতে বর্ণপরিচয়ের সরসতাই বৃদ্ধি হয়নি। বরং আরও বেশি শিশুপাঠ্য হয়ে উঠেছে। এখানে এক একটি গল্প এক একটি শিক্ষার কথা বলে। যেমন বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠে রাখাল ও গোপালের গল্পটি জনপ্রিয়তা পায় তেমনি অসংখ্য গল্পমালা আছে দ্বিতীয়ভাগে। যেমন— "শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।" র ফলা শেখাতে গিয়ে যে সহজ বাক্যে শ্রম উচ্চারণ শেখাচ্ছেন তাই শিশুপাঠ্য। এখানে কঠিন লাগে না বরং সহজভাবে র ফলা শেখা হয়ে যায়। তেমন কঠিন উচ্চারণ ও মিশ্র সংযোগে গঠিত অক্ষরগুলিও সহজ ও সরল হয়ে উঠেছে। কোন কোন পাঠ অবশ্য বেশ বড়ো। গল্পের স্বাদ মেটে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "বর্ণপরিচয় দু'খানির মধ্যেই অমনোযোগী বালকের বেশী উল্লেখ আছে; শিক্ষকের সদপুদেশ কি করে দুষ্ট ও পাঠে-নিঃস্পৃহ বালক সুপথে ফিরে এলো, এরকম উদাহরণের দৃষ্টান্তই বেশি।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫)

শেষকথা :

বর্ণের পরিচয় করার জন্য অনেক পুস্তক বেড়িয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণমালা শেখার প্রথম যে লড়াই তারজন্য বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় অন্যতম। তার অবদান ইতিহাস বিস্মৃত বাঙালি ভুলে যেতে পারে ঠিকই। কিন্তু ইতিহাস ঠিক মনে রেখে দেয়। প্রয়োজনে ঠিক সময়ে তার মূল্যায়ন হয়। বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মদিবস উপলক্ষে যে আন্দোলন তা ইতিবাচক। পাশে মদনমোহন তর্কালঙ্কারকেও মনে রেখে দিতে হবে। তারও অবদান কম নয়। প্রতিটি শিশুর শৈশব জুড়ে আছে 'বর্ণপরিচয়', 'শিশুশিক্ষা' এবং 'সহজপাঠ'। শিশুশিক্ষার অন্যতম এবং শেষ হাতিয়ার ঐ তিন গ্রন্থ। কিছু মানুষ এখনও পুরাতন দিনের কথা মনে করতে 'সহজপাঠ' যেমন খুলে বসে তেমনি 'বর্ণপরিচয়'ও। পুরাতনেরা শৈশব খুঁজে পায়। ইতিহাস খুঁজে পায়।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৪৩–৪৬৮।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ১৯৯১, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৩. বিদ্যাসাগর, ১৯৩২, বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, ষষ্টিতম সংস্করণ।

৪. বিদ্যাসাগর, ১৯৩৩, বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ।

৫. সেন, সুকুমার, ১৯৯৮, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, কলকাতা, আনন্দ।

৬. *http://eisamay.indiatimes.com, 2nd June 2019, 01:57:00 PM.*

'বর্ণপরিচয়' : সেকাল ও একাল

বিপাশা চৌধুরী

'বর্ণপরিচয়' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত একটি বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রাইমারি বা প্রথমিক পুস্তিকা। দুটি ভাগে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটির দুটি ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। দুই পয়সা মূল্যের এই ক্ষীনকায় পুস্তিকাটির প্রকাশ বাংলা শিক্ষাজগতে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃত ভাষার অযৌক্তিক শাসনজাল থেকে মুক্ত করেন এবং যুক্তি ও বাস্তবতাবোধের প্রয়োগে এই বর্ণমালার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থটি শুধু যে বিদ্যাসাগরের জীবৎকালেই সমাদৃত হয়েছিল তাই নয়, আজও গ্রন্থ প্রকাশের এত বছর পরেও এর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থটিকে একটি প্রধান প্রথমিক উপাদান হিসেবে অনুমোদন করেছেন।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বেও ছাপার অক্ষরে এই জাতীয় কিছু কিছু পুস্তিকা বাজারে চলত।" এ প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেব রচিত 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১), স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বর্ণমালা প্রথম ভাগ (১৮৫৩) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪), ক্ষেত্রমোহন দত্ত রচিত 'শিশু সেবধি' তিনটি ভাগে লেখা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত শিশুশিক্ষা গ্রন্থগুলির কথা বলেছেন। বাংলা বর্ণমালায় বৈপ্লবিক রূপান্তর আনার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্রই দেখিয়েছেন।

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় জানা যায় প্যারীচরণ সরকার এবং বিদ্যাসাগর মিলে সিদ্ধান্ত করেন যে দু'জনে ইংরেজি ও বাংলা বই লিখবেন এবং সেই অনুসারে প্যারীচরণ *First Book of Reading* এবং বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-১ম ভাগ লেখেন। প্রথমে বর্ণপরিচয়ের প্রকাশে ততটা সমাদর না পাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তা পরে সমাদৃত হয়। তবে আজকের বিশ্বায়নের যুগে গ্রন্থখানির বাঙালি সমাজে তেমন কোন শিক্ষামূল্যই অবশিষ্ট নেই। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থটি আজও বাঙালি সমাজের শিশুদের বাংলা শিক্ষার প্রথম সহায়ক হয়ে রয়ে গেছে।

এতবছর অতিক্রান্ত তবুও স্বরবর্ণমালা থেকে '৯' কাল ও ব্যঞ্জনবর্ণমালা থেকে অন্তস্থ 'ব' বাদ গিয়েছে। ফলে বলা যায়, আধুনিক বাংলা বর্ণমালার মূল রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

তাঁর 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রথম শিশুপাঠ্য উপযোগী সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্য দিয়ে পাঠ রচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে শিশু বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে বর্ণ শিখবে, বর্ণের সঙ্গে মুখে মুখে ছোট ছোট শব্দ শিখবে,